নিরুত্তাপ রাজনীতিতে হঠাৎ উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে। সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক স্মৃতিকথা '১৯৭১ : ভেতরে বাইরে', কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অস্ত্র প্রশিক্ষণ, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাতের বাহাস, জাতীয় পার্টির কর্তৃত্ব নিয়ে এরশাদ-রওশন দ্বন্দ্ব, হঠাৎ খুনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াকে অস্থিরতার ফসল মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। লিখেছেন খোন্দকার তাজউদ্দিন

ঘটনা-১ : 'জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসেবে ড. আবুল বারকাতের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এটি আর নবায়ন করা হবে না। এর জন্য তার মনে দুঃখ থাকতে পারে। ৫ বছর তাকে চেয়ারম্যান পদে রাখা হয়েছে, এটাই যথেষ্ট। আওয়ামী লীগে অনেক ইনটেলেকচুয়াল জায়ান্ট আছেন– আমাকে যাদের দেখাশোনা করতে হয়। আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখন জনতা ব্যাংক ছিল সবচেয়ে ভালো অবস্থায়। এই ৫ বছরে ব্যাংকের অনেক অবনতি হয়েছে। মূলধনের বিশাল ঘাটতি হয়েছে। এর দায় পরিচালনা পর্ষদকে নিতে হবে।'

আবুল মাল আবদুল মুহিত, অর্থমন্ত্রী *(১০ সেপ্টেম্বর, আমাদের সময়)*

'অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত মিথ্যা বলতে পারদর্শী। তিনি তার পছন্দের একজন দালাল খুঁজছেন। তিনি বুদ্ধিবৃত্তিক জালিয়াতি করেন। তিনি দেশপ্রেমিক নন। মুক্তিযুদ্ধে তার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন আছে। ১/১১-এর সময়ে তার ভূমিকা কী ছিল তা সবার জানা। শেখ হাসিনা জেলে আর তিনি তখন বুড়িগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলন করে বেড়াচ্ছিলেন। নৌকাবাইচের জন্য তিনি আমার কাছে টাকা চেয়েছিলেন। দিইনি, সে জন্য আমার ওপর চটেছেন।'

ড. আবুল বারকাত
সদ্য বিদায়ী চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক লি. *(১১ সেপ্টেম্বর, মানবজমিন)*

ঘটনা-২ : এটা কী করলেন, এসব কী করছেন? সরকারের বিরোধিতা করার জন্য দল-বল নিয়ে এসেছেন। সরকারের আইনের বিরোধিতা করছেন?

এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদকে উদ্দেশ করে, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

(বি.দ্র. এ সময় বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ অর্থমন্ত্রীকে নিবৃত্ত করতে গেলে তিনি তার ওপরও চটে যান)

(১১ সেপ্টেম্বর, বাংলাদেশ প্রতিদিন)

ঘটনা-৩ : 'সংসদীয় গণতন্ত্রে বিরোধী দল (জাতীয় পার্টি) সরকারেরই অংশ। তারা তাদের ভেতরকার কোনো সঙ্কট নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করতেই পারে।'

ওবায়দুল কাদের
সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী
(১১ সেপ্টেম্বর, প্রথম আলো)

জাতীয় পার্টিকে কারো পরামর্শ দেয়ার দরকার নেই। দলের স্বার্থেই তাদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এ জন্য কারো পরামর্শ নেয়া বা আলাপের দরকার নেই।

এইচ এম এরশাদ
চেয়ারম্যান, জাতীয় পার্টি
১১ সেপ্টেম্বর, প্রথম আলো

ঘটনা-৪ : 'আমার সমস্ত জীবন যৌবন ছাত্রলীগের জন্য অকাতরে দান করেছি। রাতের আঁধারে দেয়া পকেট কমিটি তা শেষ করে দিয়েছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা ফালতু, চাটুকার মেরাজুল ও মানিককে সভাপতি ও সেক্রেটারি করা হয়েছে, আর কোনো পদের নাম ঘোষণা করা হয়নি। এজন্য নেতাকর্মীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে গাড়ি ভাঙচুর করছে। আমরা মূলধারার ছাত্রলীগ। এই কমিটি কোনোদিন মেনে নেব না।'

জসিম উদ্দিন, যুগ্ম আহ্বায়ক
তিতুমীর কলেজ ছাত্রলীগ
১১ সেপ্টেম্বর, নয়া দিগন্ত

সরকারে অস্থিরতা

সরকারের মধ্যে সমন্বয়হীনতা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্যাংকিং সেক্টরে লুটপাট ও বিদেশে অর্থ পাচার নিয়ে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন অর্থনীতিবিদ ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত। অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান অধ্যাপক খন্দকার বজলুর রহমান, জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত, বেসিক ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান শেখ আবদুল হাই বাচ্চু, সোনালী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান কাজী বাহারুল ইসলাম ও তাদের নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের লুটপাটের জন্য দায়ী বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী। অন্যদিকে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একমত নন ড. আবুল বারকাত। তিনি অর্থমন্ত্রীকে 'মিথ্যা বলায় পারদর্শী' বলে চিহ্নিত করতে দ্বিধা করেননি। ভ্যাট নীতিমালা নিয়ে অর্থমন্ত্রী এফবিসিসিআই সভাপতি কাজী আকরাম উদ্দিন আহমদকে প্রকাশ্যে ধমকান। মন্ত্রীর অসৌজন্য আচরণ নিবৃত্ত করতে গিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ব্যর্থ হন। তিনিও কটু কথার শিকার হন। প্রকাশ্যে আলোচনা সভায় অর্থমন্ত্রী ও বাণিজ্যমন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দেশের ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি প্রকাশ্যে ধমকানির শিকার হওয়ায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। অর্থমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, ড. আবুল বারকাত ও এফবিসিসিআই সভাপতি প্রকাশ্যে বাহাসে লিপ্ত হওয়ায় সরকারের ভেতরের অস্থিরতা প্রকাশিত হয়েছে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

সংসদে অস্থিরতা

বিরোধী দল জাতীয় পার্টির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সংসদ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। জাতীয় পার্টিতে দ্বৈত নেতৃত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। একটি অংশে নেতৃত্ব দিচ্ছেন দলের চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ, অপর অংশে রয়েছেন সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী রওশন এরশাদ। এরশাদ দলে একক নেতৃত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। এর প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী মশিউর রহমান রাঙ্গা ও বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ তাজুল ইসলাম চৌধুরীকে দলীয় পদ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। উভয় নেতা অব্যাহতি পেয়ে নালিশ করেন সংসদ নেত্রী শেখ হাসিনার কাছে। সংসদে এই প্রথম বিরোধী দলের নিয়ন্ত্রকও সরকারদলীয় নেত্রী। অবশ্য এরশাদ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সংসদ নেত্রীর কথা তিনি শুনবেন না। তার দল তার কথায় চলবে। গৃহপালিত বিরোধী দল জাপার এই অব্যাহতির ঢেউ আছড়ে পড়েছে সরকারের ওপর। যে কারণে বিষয়টি নিয়ে সরকারের একাধিক মন্ত্রী মুখ খুলেছেন। জাতীয় পার্টির মহাসচিব জিয়াউদ্দিন বাবলু অব্যাহতি পাওয়া দুই নেতা তাজুল ইসলাম চৌধুরী ও মশিউর রহমান রাঙ্গাকে যুদ্ধাপরাধী ও বিএনপি-জামায়াতের দালাল বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে দুই নেতা এইচ এম এরশাদের উদ্দেশে বলেন, 'আমরা আপনার কেনা দাস নই যে আপনি যখন যা ইচ্ছা তা-ই করবেন। আপনি জীবনে অনেক নাটক করেছেন। আর নতুন নাটক কইরেন না।'

জাতীয় পার্টির এই নতুন বিভেদ সরকারকে অস্থির করে তুলেছে। কারণ সরকার মনে করে, এরশাদের কোনো বিশ্বাস নেই।

আল-কায়দার হুমকি

আল-কায়দার প্রধান আয়মন জাওয়াহিরির ভিডিও বার্তায় নড়েচড়ে বসেছে সরকার। দেশে জঙ্গি নির্মূল হয়েছে এমনটাই মনে করে আসছিল সরকার। কিন্তু ভিডিও বার্তা প্রকাশ পাওয়ার পর প্রকাশ্যে বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিলেও ভেতরে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন সরকার। পাশের দেশ ভারতে ক্ষমতাসীন মৌলবাদী দল বিজেপি, যার প্রধান নরেন্দ্র মোদি। মৌলবাদী মোদির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে অবস্থান নিয়েছে আল-কায়দা। সংগঠনটি ভারতে ঘাঁটি বানানোর কমান্ড চলেছে। এই বিবৃতি দেয়ার পর ভারত থেকে বাংলাদেশে আসার পথে আইএস জঙ্গি ধরা পড়েছে। বিষয়টি ভালোভাবে নেয়নি ভারত সরকার। বাংলাদেশে সারদা গ্রুপের পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামীকে ফান্ডিং করার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। যার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি জড়িত থাকার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে। আল-কায়দা, আইএস ও সারদা গ্রুপের অর্থায়ন নিয়ে সরকারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।

বেপরোয়া ছাত্রলীগ

অজনপ্রিয় ও অদক্ষদের নেতৃত্বে আনায় ছাত্রলীগের নতুন ঘোষিত বিভিন্ন ইউনিট কমিটিগুলোতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। সংগঠনটির তিতুমীর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ শাখা কমিটি নিয়ে তুলকালাম ঘটে গেছে। তিন দিন বিদ্রোহ প্রকাশ করে শত শত গাড়ি নির্বিচারে ভাঙা হয়েছে। একই কাণ্ড ঘটেছে মিরপুর সরকারি বাঙলা কলেজ কমিটি নিয়ে। অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সিলেট, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ জেলা কমিটি গঠনেও। সংগঠনটির নেতারা অভিযোগ করেছেন, দলে যাদের নতুন করে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের অনেকেই বিবাহিত। কেউ কেউ ডাক্তার, পরিবহন ব্যবসায়ী। ছাত্রলীগ নেতা হিসেবে অনেকেই ঝুট ব্যবসা, পরিবহন ব্যবসা, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজির সঙ্গে জড়িত। নতুন করে যুক্ত হয়েছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্প পরিচালনার অপবাদ। কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক মজিবুল ইসলাম সজিব ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা তুহিনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ব্যবসা করার অভিযোগ রয়েছে। এ সংক্রান্ত সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশ পেয়েছে। একই অভিযোগে অভিযুক্ত সিলেট ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি পঙ্কজ।

যদিও এসব অস্ত্র ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষককে মারধর ও অপমান করার অভিযোগে অভিযুক্ত জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম সিরাজ। তার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজির অভিযোগ রয়েছে। সরকারি কবি নজরুল কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক চিহ্নিত চাঁদাবাজ ও টেন্ডারবাজ। তাদের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। আবুজর গিফারী কলেজ ও হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজের ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে মাদক ব্যবসা, ইয়াবা ব্যবসা ও চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণের দুই নেতা চাঁদাবাজ ও টেন্ডারবাজ হিসেবে পরিচিত। অস্ত্রবাজ নাজিমুদ্দিন বাবু ইতিমধ্যে ইয়াবা ব্যবসার মামলায় গ্রেফতার হয়ে জেল পর্যন্ত খেটেছেন।

গাজীপুর মহানগর ছাত্রলীগ সভাপতি মাসুদ রানা এরশাদ ঝুট ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে একজনকে খুন পর্যন্ত করেছেন। ছাত্রলীগের এ ধরনের অপকর্মের দায়ভার গিয়ে পড়ছে সরকারের ওপর। যে কারণে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে। জানা যায়, কেন্দ্রীয় কমিটির আস্থাভাজন হওয়ায় দেদার অপকর্ম করেও পার পেয়ে যাচ্ছেন এসব অপকর্মের হোতা ছাত্রলীগ নামধারীরা। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ছাত্রলীগের সভাপতি এ এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, ছাত্রলীগ বড় সংগঠন। বয়সে তরুণ। এদের কিছু সমস্যা হয়, তবে যে কোনো ধরনের অপরাধ কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছে, কমিটির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করার সুযোগ নেই। যারা সংগঠনের পরিপন্থী কাজ করেছে, তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেয়া হয়েছে। অন্যদিকে সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, 'ছাত্রলীগে কোনো অস্থিরতা নেই। কিছু অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করে বের করে দেয়া হয়েছে। সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন হয় এ রকম কোনো কাজ বরদাশত করা হচ্ছে না।'

পুরনো রূপে শিবির!

ইসলামী ছাত্রশিবির আবার সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা শুরু করেছে। ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের পর শিবির অনেকটা হাত গুটিয়ে নেয়। বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে যায়। কিন্তু ধীরে ধীরে শিবির খোলস থেকে বের হয়ে আসছে। শিবিরের ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতা শুরু করেছে।

বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জয় বাংলার' পাশাপাশি 'জয় পাকিস্তান' বলেছেন বলে দাবি করেছেন এ কে খন্দকার। তার এ দাবির বিরোধিতা করে সংসদে উত্তেজনাকর ভাষণ দেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, জাসদের মাইনুদ্দিন খান বাদল প্রমুখ। তারা এ কে খন্দকারকে 'কুলাঙ্গার' বলে চিহ্নিত করেন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর হামলা করে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বোমাবাজি করে তাদের ক্ষমতার জানান দিয়েছে। ইতিমধ্যেই গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্ট দিয়েছে শিবির প্রচুর অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। তারা বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। প্রতিপক্ষের ছাত্রনেতারা তাদের প্রথম টার্গেট। এক্ষেত্রে তারা ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর 'টার্গেট হিট' করবে বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। ভিন্নমতাবলম্বী ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, এনজিও ব্যক্তিত্ব তাদের টার্গেট বলে ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। একদিকে রগ কাটা, বোমাবাজি অন্যদিকে টার্গেট কিলিং নিয়ে সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে।

আইন-শৃঙ্খলার অবনতি

রাজধানীতে হঠাৎ করেই খুন, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, ডাকাতি, অবৈধ অস্ত্রের কেনাবেচা বেড়ে গেছে। শীর্ষ সন্ত্রাসীরা জেলে বসে ও বিদেশে থেকে এসব কাজ করাচ্ছে বলে জানা গেছে। কারওয়ানবাজার, তেজকুনি পাড়া, রাজাবাজার এলাকায় হঠাৎ শীর্ষ সন্ত্রাসী আশিকের ক্যাডাররা তৎপর হয়ে উঠেছে। আশিক বাহিনী মোকাবেলায় সুইডেন আসলামের ক্যাডার বাহিনী তৎপর হয়ে উঠেছে। মিরপুরে শীর্ষ সন্ত্রাসী শাহাদাতের ক্যাডারদের মোকাবেলায় বিকাশ বাহিনী তৎপরতা চালাচ্ছে। কোরবানির ঈদ সামনে রেখে এসব বাহিনী তৎপর হয়ে উঠেছে।

রাজধানীর শ্যামপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম লালুকে তার নিজ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। এই হত্যায় ওলামা লীগের নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন গ্রুপ জড়িত বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা নুরুল ইসলাম ফারুকীকে তার নিজ বাসায় জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। ঝিনাইদহে যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে ৪ জন গুরুতর আহত হয়েছে। পাবনায় যুবলীগ নেতা রফিকুল ইসলাম পুলিশের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করে।

রাজধানীর খিলগাঁওয়ে পিতার সামনে পুত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। মগবাজারে বাসায় ঢুকে ব্রাশফায়ার করে নারীসহ ২ জনকে হত্যা করা হয়েছে। কেরানীগঞ্জে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে ব্যবসায়ী মিজানুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি হয়েছে, যা সরকারের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রশাসনে অস্থিরতা

জালিয়াতির মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধা সনদ নেয়ায় চার সচিব ও এক যুগ্ম সচিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুদক সচিবের চিঠি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পৌঁছেছে। ১০ সেপ্টেম্বর ওই চিঠি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর কাছে পৌঁছে। চাকরির শেষ মুহূর্তে এসে মেয়াদ বাড়ানোর জন্য বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান মোল্লা ওয়াহেদুজ্জামান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সচিব এম নিয়াজ উদ্দিন মিয়া, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সচিব একেএম আমির হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব একেএম মাসুদ সিদ্দিকী এবং একই মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (বর্তমানে ওএসডি) আবুল কাসেম তালুকদার মুক্তিযোদ্ধা সনদ সংগ্রহ করেন। তারা সনদগুলো পেতে জালিয়াতির আশ্রয় নেন। দুদকের উপ-পরিচালক মো. জুলফিকার আলী তদন্ত করে এই সার্টিফিকেটগুলো ভুয়া বলে রিপোর্ট দেন। পরে দীর্ঘ অনুসন্ধানে তাদের এ সার্টিফিকেট ভুয়া বলে প্রমাণিত হয়। একদিকে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া, অন্যদিকে রাষ্ট্রের অর্থের অপচয়

করা– এই দুই ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। তবে এই শাস্তি কী ধরনের হবে তা নিয়ে চিন্তিত সরকার। কারণ বিষয়টি নিয়ে সরকারের মধ্যে দুটি পক্ষ হয়ে গেছে। প্রশাসনও বিভক্ত হয়ে পড়েছে।

এ কে খন্দকারের বই নিয়ে বিতর্ক

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক ও সাবেক পরিকল্পনামন্ত্রী এ কে খন্দকারের লেখা স্মৃতিকথা বাজারে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে। এ বইয়ের সৃষ্ট ঢেউ সরকারকে অসহায় করে ফেলেছে। বইয়ে ৭ মার্চের ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'জয় বাংলার' পাশাপাশি 'জয় পাকিস্তান' বলেছেন বলে দাবি করেছেন এ কে খন্দকার। তার এ দাবির বিরোধিতা করে সংসদে উত্তেজনাকর ভাষণ দেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর (অব.) রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, জাসদের মাইনুদ্দিন খান বাদল প্রমুখ। তারা এ কে খন্দকারকে 'কুলাঙ্গার' বলে চিহ্নিত করেন। এরপরই সারাদেশে এই বইয়ের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা শুরু হয়। এর ফলে সারাদেশে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এক দল এর বিপক্ষে যেমন, আরেক দল তেমনই এর পক্ষে নানা বক্তব্য দিয়ে মুখর থাকে।

আইনজীবীদের হুমকি

বিচারপতিদের অভিশংসন ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া নিয়ে সরকার ও আইনজীবীরা মুখোমুখি। ইতিমধ্যে সিনিয়র আইনজীবীরা এক প্লাটফর্মে এসে এর বিরোধিতা করছেন। অন্যদিকে এই অধিবেশনে সরকার বিলটি পাস করাতে চায়। এটা নিয়ে আইনজীবীরা তাদের মতামত দিতে চাইলেও সরকার তা শুনতে নারাজ। ফলে আইনজীবীরা ও সরকার মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন। আইনজীবীরা শেষ পর্যন্ত আন্দোলনের পথ বেছে নিতে যাচ্ছেন। এক্ষেত্রে ড. কামাল হোসেনকে প্রধান করে একটি প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সরকারের জন্য মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

জামায়াতে ইসলামী মমতা ব্যানার্জি

জামায়াত ইসলামীর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসের অর্থ জোগান নিয়ে দুই দেশে তোলপাড় হচ্ছে। অর্থ জোগানদাতা হিসেবে অভিযুক্ত তৃণমূল এমপি আহমেদ হাসান ইমরানের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু হয়েছে। শুধু ভারত নয়, বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে তদন্ত শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে কলকাতায় নিযুক্ত বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার আবিদা সুলতানাকে তলব করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ভারতের তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বাংলাদেশের জামায়াতে ইসলামীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও অর্থ জোগান নিয়ে ১২ সেপ্টেম্বর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে আনন্দবাজার পত্রিকা। এর পরই তোলপাড় শুরু হয়। রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে অস্থিরতা সৃষ্টির জন্য কাজ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে সম্পর্কে চির ধরতে পারে শেখ হাসিনার, যা সরকারের অস্থিরতা আরো বাড়িয়ে দিতে পারে। ■